তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৯৪৫

যে কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজসেবা উত্তম কাজ

--- ধর্মমন্ত্রী

ঢাকা, ১৪ চৈত্র (২৮ মার্চ) :

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে সামাজিক সংগঠনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজসেবা উত্তম কাজ।

আজ ঢাকায় আইইডিবি সম্মেলন কক্ষে আদর্শ সমাজ গঠনে সামাজিক সংগঠনের ভূমিকা বিষয়ক আলোচনা সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ধর্মমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সৃষ্টিকর্তার কাছে মানুষের দায়বদ্ধতা আছে। ঠিক একইভাবে পরিবার এবং সমাজের প্রতিও মানুষের দায়বদ্ধতা রয়েছে। মানবকল্যাণে করা সব কাজ ইসলামে ইবাদত বা পূণ্য হিসেবে গণ্য। মানুষের মধ্যে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তৈরির মাধ্যমে ইতিবাচক মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ ও সমাজ গঠনে সামাজিক সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

ধর্মমন্ত্রী আরো বলেন, একক ব্যক্তির পক্ষে অনেক কাজই করা সম্ভব নয়। কিন্তু সম্মিলিতভাবে অনেক সমস্যা সমাধান করা যায়। বিশেষ করে সামাজিক সমস্যা নিরসনে সামাজিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মাদকাসক্তি, বাল্যবিবাহ, জঙ্গিবাদ, নারী নির্যাতন, দুর্নীতি, কালোবাজারি, মজুতদারির মতো ব্যাধিসমূহ নিরসনে সামাজিক সংগঠনগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, দারিদ্র্য বিমোচনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রেও সামাজিক সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারে। তিনি বলেন, সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রেও সামাজিক সংগঠনগুলোর বিশেষ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে।

জামেউল উলুম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মুফতি মোঃ আবুল বাশার নোমানির সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন জামালপুর-৫ আসনের সংসদ সদস্য ও সরকারি প্রতিষ্ঠান বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও ধর্মসচিব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার প্রমুখ।

বাংলাদেশ দ্বীনি সেবা ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এ অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ধর্মমন্ত্রী ও জামালপুর-৫ আসেনর সংসদ সদস্যকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

#

আবুবকর/পাশা/সায়েম/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯৪৪

**ভুটানের রাজাকে বিদায় জানালেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

কুড়িগ্রাম, ১৪ চৈত্র (২৮ মার্চ):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী আজ কুড়িগ্রামের সোনাহাট স্থলবন্দরে ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগুয়েল ওয়াংচুককে বিদায় জানিয়েছেন।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বিধায়ক রায় চৌধুরী, স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর, পরিচালক ডি এম আতিকুর রহমান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাউথ এশিয়ার মহাপরিচালক রকিবুল হক, চিফ অভ্‌ প্রটোকল নাঈম উদ্দিন আহমেদ এবং নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব মোহা. আমিনুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৭২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯৪৩

**জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে**

**-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ চৈত্র (২৮ মার্চ):

জলবায়ু সহনশীল মৎস্য চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোঃ আব্দুর রহমান। সরকারের গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সকল স্টেকহোল্ডাদেরে এগিয়ে আসতে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জলবায়ু সহনশীল মৎস্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য গবেষণার ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত সকল প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।

আজ ঢাকার ফার্মগেটস্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) অডিটোরিয়ামে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক’ প্রকল্পের কেন্দ্রীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত সকল প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা হলে টাকার অবমূল্যায়নের ফলে প্রকল্পের খরচ অনেক বেড়ে যায় বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নে সঠিক পরিকল্পনা করে সে মোতাবেক কাজ করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, জলজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ বিধায় বাস্তবতা মেনে আমাদেরকে পলিসি প্রণয়ন করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে ভবিষ্যতে প্রকল্পটি দেশের আরো নতুন নতুন এলাকায় সম্প্রসারণ করে দেশব্যাপি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করে মৎস্য সেক্টরের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন ও গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।  সরকারের গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

মন্ত্রী আরো বলেন, জলজসম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করে মৎস্যসম্পদের সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির করে দরিদ্র জেলে ও মৎস্য চাষিদের জীবনমান উন্নয়ন করা হবে। তিনি জলবায়ু সহনশীল ও উপযোগী মৎস্য চাষ পদ্ধতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিশেষায়িত মৎস্য চাষ পদ্ধতির সম্প্রসারণ, সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন, মৎস্যসম্পদ সুরক্ষা ও সংরক্ষণে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

বর্তমান সরকারের মৎস্য সেক্টরে সাফল্য বিশেষ করে মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের গুরুত্ব, খাদ্য নিরাপত্তা, জনগনের নিরাপদ পুষ্টির চাহিদা পুরণ এবং গ্রামীন জনপদে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ খাতের অবদানের কথা তিনি এসময় উল্লেখ করেন।

মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সৈয়দ মোঃ আলমগীর এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাং সেলিম উদ্দিন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এটিএম মোস্তফা কামাল ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

নাজমুল/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৬৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯৪২

**স্বাধীনতা আন্দোলনের পেছনে অন্যতম কারণ ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি**

**- শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ চৈত্র (২৮ মার্চ):

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক নেতৃত্বে নয় মাসের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। আর এ স্বাধীনতা আন্দোলনের পেছনে অন্যতম কারণ ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি। আর এখন সময় এসেছে এটিকে আরো ত্বরান্বিত করার। যদিও করোনা মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং গাজায় ইসরায়েলি হামলাসহ বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে পৃথিবীর অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থা। তবুও বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী, সুযোগ্য, দক্ষ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এসব বাধা ও প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে আমাদের অর্থনীতি আজ সঠিক পথেই এগোচ্ছে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর দিলকুশাস্থ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি এর প্রধান কার্যালয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ ও বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল শিল্প বিপ্লবে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বর্তমান সুউচ্চ পর্যায়ে নিয়ে আসার পেছনে ব্যাংকটির অবদান অনেক। তিনি বলেন, ইসলামী ব্যাংক একটি সুসংগঠিত ও সিস্টেমেটিক ব্যাংক। হঠাৎ করে এতে ধস নামার কোনো সুযোগ নেই। মন্ত্রী এ সময় মহান স্বাধীনতার মাসে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এ ধরনের আলোচনা সভা আয়োজনের জন্য বঙ্গবন্ধু পরিষদসহ ইসলামী ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও সিইও মুহাম্মদ মুনিরুল মওলা'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর আ ব ম ফারুক, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব ও স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক, সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ ড. মোঃ শাহজাহান আলম সাজু, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি এর পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদীন, বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক একেএম আফজালুর রহমান বাবু ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডা. শেখ আব্দুল্লাহ আল মামুন।

আলোচনা সভা শেষে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের শহিদ সদস‌্যদের রুহের মাগফিরাত এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।

#

ফয়সল/সায়েম/মোশারফ/শামীম/২০২৪/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৯৪১

**স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশে চীনের উদ্যোক্তাদের**

**বস্ত্র ও পাট খাতে বিনিয়োগের আহ্বান বস্ত্র ও পাট মন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৪ চৈত্র (২৮ মার্চ) :

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক চীনের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে বস্ত্র ও পাট খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ রাজধানীর সচিবালয়ে মন্ত্রীর অফিস কক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন সাক্ষাৎ করতে এলে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, পাট ও পাটজাত পণ্য পরিবেশবান্ধব। বাংলাদেশে বস্ত্র ও পাট খাত অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। এখাতে বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারীরা ইতোমধ্যে বিনিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। চীনের বিনিয়োগকারীরাও এ খাতে বিনিয়োগ করতে পারেন। তিনি আরো বলেন আমরা চীনে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি বাড়াতে চাই। তিনি আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের চীনে প্রশিক্ষণ ও স্কলারশিপের সুযোগ বাড়ানোর অনুরোধ করেন। মন্ত্রী চীনা রাষ্ট্রদূত ও ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশ জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান।

সাক্ষাৎকালে চীনের রাষ্ট্রদূত বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি চীনের বিনিয়োগকারীরা বস্ত্র ও পাট খাতে বিনিয়োগ করবেন। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য আজকে আমরা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছি। এর ফলে টেক্সটাইল ও পাটজাত পণ্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে আশা করি। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে চীনের সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ থেকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাদের চীনে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত বলেন, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশিক্ষণ ও ইন্টার্নশিপের ব্যাপারে সহযোগিতা বাড়ানো হবে। তিনি আগামী নভেম্বরে চীনে অনুষ্ঠিতব্য টেক্সটাইল এক্সপোতে বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ করে পণ্য প্রদর্শনের আহ্বান জানান।

বৈঠকে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে আমদানি ও রপ্তানি গ্যাপ কমিয়ে আনার ব্যাপারে উভয় পক্ষ একমত পোষণ করেন।

সাক্ষাৎ শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জানান, চীনের রাষ্ট্রদূতের সাথে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হয়েছে। চীন আমাদের অন্যতম প্রধান উন্নয়ন সহযোগী। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সফল রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টানা ৪র্থ মেয়াদে নির্বাচিত হওয়ার পর চীন সর্বপ্রথম অভিনন্দন জানিয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়নে চীন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সরকারের এ মেয়াদেও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে চীনের সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে চীনের রাষ্ট্রদূত অবহিত করেছেন।

চীনের রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাতের সময় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আব্দুর রউফ, অতিরিক্ত সচিব তসলিমা কানিজ নাহিদা, বস্ত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ নূরুজ্জামান, জেডিপিসির নির্বাহী পরিচালক গোপাল চন্দ্র দাশ, চীনা দূতাবাসের ইকোনোমিক ও কর্মাশিয়াল কাউন্সিলর সং ইয়ং এবং অ্যাটাশে লি জিচেন উপস্থিত ছিলেন।

#

মাহমুদুল/পাশা/সায়েম/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯৪০

**সীমান্তহত্যায় বিজিবি'র মাধ্যমে প্রতিবাদ**

ঢাকা, ১৪ চৈত্র (২৮ মার্চ):

২৫ মার্চ মধ্যরাতে লালমনিরহাট ও ২৬ মার্চ ভোরে নওগাঁ সীমান্তে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে দুই বাংলাদেশি নিহতের ঘটনায় বিজিবি'র মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানো এবং সীমান্তে ফ্ল্যাগ মিটিংও হয়েছে, জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান।

মন্ত্রী বলেন, আপনারা জানেন অনেকদিন ধরেই আমরা ভারতের সাথে এ বিষয়টি আলোচনা করে আসছি। সম্প্রতি ভারত সফরেও এ বিষয়টি নিয়ে আমি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকগুলোতে গুরুত্বসহ আলোচনা করেছি। সেই প্রেক্ষিতে সীমান্তে এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নন-লেথাল বা প্রাণঘাতী নয় এমন অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। রাবার বুলেটে অনেকে আহত হয় কিন্তু প্রাণহানি কমে এসেছে। তবে আমাদের লক্ষ্য প্রাণহানিকে শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা।

**নাবিক ও জাহাজ উদ্ধারে নানামুখী তৎপরতা ও যোগাযোগ অব্যাহত**

সাংবাদিকদের আরেক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, সোমালি জলদস্যুদের কবল থেকে বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আব্দুল্লাহ'র নাবিকদের নিরাপদে উদ্ধার ও জাহজকে মুক্ত করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, ‘জাহাজ সম্পর্কে শুধু এটুকু বলতে চাই, নাবিকদের মুক্ত করার জন্য আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগে আছি। আমরা নানামুখী তৎপরতা চালাচ্ছি এবং আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নাবিকদের নিরাপদে উদ্ধার করা এবং জাহাজ উদ্ধার করা। আমরা অনেক দূর এগিয়েছি।’

জাহাজে খাদ্য সংকট নিয়ে প্রশ্নে মন্ত্রী জানান, ওই জাহাজে খাদ্য সংকট নেই। এর আগে তিন মাস ধরে জলদস্যুদের কবলে থাকা অন্য জাহাজেও খাদ্য সংকট ছিল না, এখানেও নেই।

#

আকরাম/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯৩৯

**বিটাক কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ ও নিয়োগপত্র প্রদান**

ঢাকা, ১৪ চৈত্র (২৮ মার্চ):

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) এর ‘হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন’ প্রকল্পের আওতায় ১১তম ব্যাচের ঢাকা কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ ও নিয়োগপত্র প্রদান কার্যক্রম আজ ঢাকায় বিটাক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

বিটাক এর মহাপরিচালক পরিমল সিংহ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শামীমুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন বিটাকের পরিচালক মোঃ জিয়াউল হক এবং প্রকল্প পরিচালক মোঃ ইকবাল হোসেন পাটোয়ারী।

প্রধান অতিথি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শামীমুল হক বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ গড়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বিটাকের এ প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি এ সময় সফলভাবে সম্পন্নকারী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাণ আরএফএল গ্রুপ ও ডাচ-বাংলা প্যাক লিমিটেড চাকরি প্রদান করায় কোম্পানি দু'টিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

উল্লেখ্য, এ প্রশিক্ষণে ২৬২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে ২৫০ জনকে প্রাণ আরএফএল গ্রুপ ও ডাচ-বাংলা প্যাক লিমিটেডে চাকরির সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

#

ফয়সল/পাশা/সায়েম/মোশারফ/শামীম/২০২৪/১৭৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯৩৮

**গাজা হত্যাযজ্ঞে নিশ্চুপ শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. ইউনূস**

**ইসরায়েলির পুরস্কার নিয়ে গণহত্যার পক্ষ নিয়েছেন**

**- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ চৈত্র (২৮ মার্চ):

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, শান্তিতে নোবেলজয়ী হয়েও ড. ইউনূস ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞে নিশ্চুপ থেকে একজন ইসরায়েলির দেওয়া পুরস্কার নিয়ে প্রকারান্তরে গণহত্যায় সমর্থন দিয়েছেন এবং ইউনূস সেন্টার এটিকে ইউনেস্কোর পুরস্কার বলে মিথ্যাচার করছে -এটি অত্যন্ত দুঃখজনক।

আজ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মতবিনিময়কালে সাংবাদিকরা 'ড. ইউনূস একজন ইসরায়েলির কাছ থেকে পুরস্কার নিয়েছেন আর ইউনূস সেন্টার সেটিকে ইউনেস্কো পুরস্কার বলে মিথ্যাচার করছে' উল্লেখ করে এ বিষয়ে জানতে চাইলে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান বলেন, 'আমি ড. ইউনূসের প্রতি যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, ইউনূস সেন্টারের মিথ্যাচারে আমি বিস্ময়ে হতবাক। সম্প্রতি আজারবাইজানের বাকুতে একটি সম্মেলনে হেদভা সের নামে একজন ভাস্কর, যিনি ইসরায়েলি, তিনি ড. ইউনুসকে একটি পুরস্কার দিয়েছেন। এ সম্মেলনে ইউনেস্কো কোনোভাবে জড়িত ছিল, কিন্তু কোনোভাবেই এই পুরস্কার ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে তো নয়ই, একজন ব্যক্তির পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। ইউনূস সেন্টার যেটিকে ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে বলে মিথ্যা ও অপপ্রচার করেছে। তবে এটি প্রথম নয়, এর আগেও এ ধরনের মিথ্যাচার ইউনূস সেন্টারের পক্ষ থেকে করা হয়েছে।'

মন্ত্রী বলেন, ‘ড. ইউনূস শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু গাজায় আজ নির্বিচারে মানুষ হত্যা করা হয়েছে, নারী ও শিশুদের হত্যা করা হয়েছে। এটি নিয়ে তিনি একটি শব্দ উচ্চারণ করেননি বা প্রতিবাদ করেননি। বরং এই সময়ে তিনি একজন ইসরায়েলির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। এটির অর্থ কি এটিই নয় যে ড. ইউনূস প্রকারান্তরে গণহত্যায় সমর্থন দিয়েছেন! এটি অত্যন্ত দুঃখজনক।'

#

আকরাম/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৮০৫ঘণ্টা

Handout Number : 3937

**All development partners should come on**

**a single platform to prevent resource fragmentation  
 --- Environment Minister**

Dhaka, 28 March :

Environment, Forest and Climate Change Minister Saber Hossain Chowdhury said in matters of concerning climate change and sustainability, all development partners should come on a single platform to prevent resource fragmentation. To maximize resource utilization, duplication and overlapping should be minimized. With numerous challenges and existential threats posed by climate change, securing resources, both financial and for capacity building is essential.

Environment Minister said this as the chief guest at the Dissemination Workshop for the Country Environmental Analysis 2023: Building Back a Greener Bangladesh, hosted at the Intercontinental Hotel, Dhaka.

Environment minister also said that the nation's health is paramount, and the government is committed to enhancing air and water quality. Priority interventions for climate action are being sequenced, and the government is actively formulating a time-bound plan. Policy adjustments will be made as necessary to address emerging needs. During the workshop, Minister Saber Hossain Chowdhury emphasized the importance of sustainable practices and highlighted initiatives aimed at fostering a greener future for Bangladesh.

Abdoulaye Seck, the World Bank's Country Director for Bangladesh and Additional Secretary (Environment) of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change also spoke among others.

The event brought together stakeholders from various sectors to discuss strategies for environmental preservation and sustainable development. The workshop featured presentations and discussions on key findings from the Country Environmental Analysis 2023 report, focusing on challenges and opportunities in advancing environmental conservation efforts. Participants engaged in productive dialogue, exchanging ideas to address pressing environmental issues and promote eco-friendly practices across the country.

#

Dipankar/Sayeam/Sanjib/Mosharaf/Joynul/2024/1850 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯৩৬

**দক্ষতার সাথে দ্রুত কাজ করার তাগিদ গণপূর্তমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৪ চৈত্র (২৮ মার্চ):

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে দক্ষতার সাথে দ্রুত কাজ করার তাগিদ দিয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী।

আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক দপ্তর ও সংস্থার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয় এমন কাজ করতে হবে। নিজের দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, আন্তরিকতা ও দেশপ্রেমের সাথে কাজ করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে অহেতুক বিলম্ব করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়নের অগ্রগতি জাতীয় গড় থেকে বেশি হলেও তা যথেষ্ট সন্তোষজনক নয় বলে মন্ত্রী মন্তব্য করেন। আগামী ৩০ জুনের আগেই প্রত্যেক দপ্তর ও সংস্থার এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্মানজনক পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতির বক্তব্যে মন্ত্রী প্রকল্পসংশ্লিষ্টদের আরো আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পলনের নির্দেশ দেন। সভায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সকল দপ্তর ও সংস্থার চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ভৌত ও আর্থিক) তুলে ধরে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিদ্যমান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার জন্য মন্ত্রী প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন।

হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নিজস্ব জনবলে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে বলে মন্ত্রী মন্তব্য করেন। গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কাজ যথাযথভাবে করার জন্য সভায় তিনি নির্দেশনা দেন।

সভায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব নবীরুল ইসলাম, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান মিয়া, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান আজমত উল্লাহ খান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জিয়াউল হক, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর অধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৭২০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৯৩৫

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে সমাদৃত করেছেন**

**--- পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী**

খাগড়াছড়ি, ১৪ চৈত্র (২৮ মার্চ) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সকল সেক্টরে সক্ষমতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে বিশ্বের উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে সমাদৃত করেছেন।

আজ খাগড়াছড়ি জেলা সদরের মধুপুর এলাকায় এপিবিএন ও বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টারে ১৩তম পুলিশ কমান্ডে কোর্স-এর সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের বীর সেনারা দেশ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করবেন, সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে- এটিই ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন। তিনি বলেন, আমাদের স্বপ্ন, চিন্তা ও চেতনায় বাংলাদেশি হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সকলকে অনন্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে ২১টি বছর দেশের উন্নয়নে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল-নিজেদের মধ্যে হানাহানি, ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল, পার্বত্য এলাকায় একসময় চরম অশান্তি বিরাজমান ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, যোগ্য নেতৃত্ব আর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাহাড়ি-বাঙালি ভ্রাতৃঘাতী রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান ঘটেছে।

পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সকল বাহিনীর উদ্দেশ্যে বলেন, বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড, বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার সকল বাহিনী দেশের কল্যাণে অবদান রেখে যাচ্ছেন। শান্তি মিশনে বাংলাদেশের সৈন্যরা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন। পার্বত্য এলাকার সমস্যাবলী ও ঝঞ্ঝাট অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করেছেন। প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা সংশ্লিষ্ট সকলকে এজন্য সরকারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া ৩৪ জন প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে ব্যাজ পড়িয়ে দেন ও সনদ বিতরণ করেন।

খাগড়াছড়ি এএসটিসি কমান্ড্যান্ট (ডিআইজি) পরিতোষ ঘোষের সভাপতিত্বে এসময় অন্যান্যের মধ্যে খাগড়াছড়ি জেলা পুলিশ সুপার মুক্তা ধর পিপিএম (বার), খাগড়াছড়ি সদর পৌর মেয়র নির্মলেন্দু চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৪/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর: ৩৯৩৪

**ঠাকুরগাঁও জেলায় ৯ হাজার ১৫০ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ**

রংপুর, ১৪ চৈত্র, (২৮ মার্চ):

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঠাকুরগাঁও জেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের মোট ৯ হাজার ১৫০ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে। কৃষি বিভাগের উদ্যোগে গত দুই দিনে ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ ও রাণীশংকৈল উপজেলায় সরকারের কৃষি প্রণোদনার আওতায় কৃষকদের মাঝে এসব সার ও বীজ বিতরণ করা হয়।

এ কার্যক্রমের আওতায় পীরগঞ্জ উপজেলায় ৩ হাজার ২০০ জন কৃষকের মাঝে ধানের বীজ, ডিএপি ও এমওপি সার এবং ১ হাজার ৮০০ জন কৃষকের মাঝে পাট বীজ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, একই কার্যক্রমের আওতায় রাণীশংকৈল উপজেলার ৩ হাজার ৪০০ জন কৃষকের মাঝে ধানের বীজ, ডিএপি ও এমওপি সার বিতরণ এবং ৭৫০ জন কৃষককে পাট বীজ ও সার প্রদান করা হয়।

#

অর্জুন/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/পবন/সুবর্ণা/আলী/মাসুম/২০২৪/১৩২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৩৩

**বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে দু’দেশের মধ্যকার সর্ম্পকের ভিত্তি নির্মাণে**

**বাংলাদেশি আমেরিকানদের ‍ভূয়সী প্রশংসা করলেন মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু**

**- রাষ্ট্রদূত ইমরান**

ওয়াশিংটন ডিসি, ২৮ মার্চ :

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সর্ম্পকের ভিত্তি স্থাপনে বাংলাদেশি আমেরিকানদের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাম্বাসেডর ডোনাল্ড লু।

বাংলাদেশের ৫৪তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার (২৬ মার্চ) ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাস আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে ডোনাল্ড লু এ কথা বলেন। দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি আমেরিকানদের কথা উল্লেখ করে লু বলেন, তাদের শক্তি এবং অসাধারণ কঠোর পরিশ্রম দু’টি মহান জাতির মধ্যে সর্ম্পকের ভিত্তি মজবুত করেছে। ‘শুভ জন্মদিন বাংলাদেশ, জয় বাংলা’ বলে বক্তব্য শেষ করেন মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তাঁর স্বাগত বক্তব্যে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারী ত্রিশ লাখ শহিদের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা জানান। রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারিত্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। দুই দেশের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের চমৎকার বোঝাপড়া ও সহযোগিতা বিরাজ করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ দূতাবাস দিনব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন এবং আলোচনা সভা ও বিশেষ প্রার্থনা। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

অ্যাম্বাসেডর রেবেকা গঞ্জালেস, ডিরেক্টর, ফরেন মিশন অফিস, ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিকবৃন্দ, স্টেট ডিপার্টমেন্টের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, মার্কিন সরকার ও অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধিগণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এছাড়া, অন্যান্যদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর অ্যাম্বাসেডর অ্যাট লার্জ, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস, যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া থেকে নির্বাচিত স্টেট সিনেটর বাংলাদেশি আমেরিকান সাদ্দাম সেলিম, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

সাজ্জাদ/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/পবন/আলী/আসমা/২০২৪/১০০০ ঘণ্টা